প্রথম আলো বাংলাদেশ

যৌন হয়রানিতে চার বছরে ৯৯ নারীর আত্মহত্যা

নিজস্ব প্রতিবেদক|আপডেট: ১৯:৪০, মে ১৯, ২০১৫

মানবাধিকার সংগঠন অধিকার বলছে, গত চার বছরে যৌন হয়রানির শিকার ৯৯ নারী আত্মহত্যা করেছে। যৌন হয়রানিতে বাধা দেওয়ায় লাঞ্ছিত হয়েছেন দুই হাজারের অধিক নারী ও ৪৮৯ জন পুরুষ। আজ মঙ্গলবার ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত এক সেমিনারে এ তথ্য দেওয়া হয়।

‘সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট অ্যান্ড রাইটস অব উইমেন ইন পাবলিক প্লেসেস’ শীর্ষক সেমিনারটির আয়োজক ছিল ব্র্যাক স্কুল অব ল। অনুষ্ঠানে অধিকারকর্মী সামিয়া ইসলাম শীর্ষ ১২টি দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত তথ্য উপস্থাপন করেন। পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে তিনি জানান, এই চার বছরে ১১ থেকে ১৫ বছরের মেয়েরা সবচেয়ে বেশি হয়রানির শিকার হয়েছে। যৌন নিপীড়কেরা মেয়েদের হাত বা ওড়না ধরে টানার মধ্যেই থেমে থাকেনি, ধর্ষণ ও অপহরণের হুমকিও দিয়েছে।それによれば、

ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক ফিরদৌস আজিম বলেন, যৌন হয়রানির আশঙ্কায় ঘরে বসে না থেকে বাইরে বেরিয়ে আসতে হবে। নারীরা যত বেশি বাইরে বেরিয়ে আসবে, যৌন হয়রানির আশঙ্কা তত কমবে। তিনি আগামী বছর নববর্ষের অনুষ্ঠানে আরও বেশি সংখ্যায় নারীদের বেরিয়ে আসা উচিত বলে মন্তব্য করেন।

সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ফাহিমা নাসরিন পয়লা বৈশাখের ঘটনায় কোনো কোনো মানবাধিকার সংগঠনের ভূমিকায় ব্যথিত হয়েছেন বলে জানান। তিনি বলেন, ‘খ্যাতনামা ব্যক্তি ও কোনো কোনো সংগঠন এমন ভাব করেছে, যেন তারা বোবা, কালা ও অন্ধ।’ তিনি আরও বলেন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যদি হাইকোর্ট নির্দেশিত যৌন নিপীড়নবিরোধী নীতিমালা থাকত, তাহলে যৌন হয়রানির ঘটনা কমে আসত।

অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে প্রশ্নোত্তর পর্বে আলোচকেরা বলেন, নারী-পুরুষের সহজ-স্বাভাবিক সম্পর্কে বাধা না দিয়ে সেটিকে বিকশিত হওয়ার সুযোগ করে দেওয়া উচিত। এতে করে নারী ও পুরুষ দুই পক্ষই একে অন্যকে সম্মান দিতে শিখবে। তাঁরা আরও বলেন, যেকোনো নির্যাতনের ঘটনায় নারীদের ওপর দোষ চাপানোর সংস্কৃতি থেকে বের হয়ে আসতে না পারলে কখনই সমস্যার সমাধান হবে না।